بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রিহলা

লেখক

আবু আমনুন সায়্যিদ

সম্পাদনা

উম্মে আব্দুল্লাহ জান্নাতুল বাকেয়া

মুদ্রণ সংশোধন

আবু মুসান্না সায়্যিদ

ইলাননূর পাবলিকেশন

রিহলা

সর্বস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০২৪

ISBN: : 978-984-99357-0-4

মূল্য: ১৯০ টাকা

পৃষ্ঠাসজ্জা: শেখ নাসিম উদ্দিন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যে কোন উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করাও অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

ইলাননূর পাবলিকেশন

দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯

ওয়েব: www.ilannoor.com; ইমেইল: publication.ilannoor@gmail.com

মুখবন্ধ

রিহলা'র রিহলা যেভাবে শুরু!

"থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে", বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'সঙ্কল্প' কবিতা, আর প্রায় একই সময়ে শৈশবে গ্রামের খেলার মাঠ থেকে আকাশে তাকিয়ে এরোপ্লেন দেখে কল্পভ্রমনের শুরু। ইবনে বতুতার বাস্তব ভ্রমণের হাতছানির সাথে কৈশোরে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে পৃথিবী দেখার স্বপ্নভ্রমণ। যৌবনে কর্ম জীবনে শৈশব কৈশোরের কল্প, এবং স্বপ্নভ্রমণের ক্যানভাসে রঙ্গিন – সাদাকালো বাস্তবতা লাভ। চল্লিশ পঞ্চাশের ঘরে ধীরে ধীরে শুরু জীবনের পুনর্মূল্যায়নে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ। রাসুলের ﷺ অমীয় বানী "এ দুনিয়াতে তুমি (এমনভাবে) থাকো, যেন তুমি একজন অপরিচিত বা একজন মুসাফির।" (সহিহ বুখারি)। মহান আল্লাহ'র সতর্কবানী: "اَوَلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা ... ?" (কুর'আন: সূরা আল মু'মিন, ৪০:২১)। "رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیۡفِ অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের ..."(কুর'আন: সূরা কোরাইশ, ১০৬:২)।

ভ্রমণের তীব্র টান আমাকে বারবার ঘর থেকে বের করেছে। সবার সাথে ভাগ করে নেওয়ার আবেগ আমাকে লিখতে বলেছে। এই অনুপ্রেরণা থেকেই কল্প, স্বপ্ন, বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণ আমাদের রিহলা'র জন্ম!

সূচিপত্র

ট্র্যাভেল ইন দ্য হলি কুর'আন ৫

আমাদের রাসুল ﷺ কি নাবিক ছিলেন? ১৮

স্মৃতিচারণ: জার্মানি টু পার্সিয়া ভায়া টার্কি ২২

বাইযেনটিয়াম-কনস্টান্টিনোপল-কুস্তুন্তুনিয়্যা-ইস্লাম্বুল-ইস্তাম্বুল ৪৯

তেলিফন, ইয়া আখি ৮০

মসজিদের টয়লেট ক্লিনার ৮৫

আরবের মরুদ্যান: সংযুক্ত আরব আমিরাত ৯২

সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমন ৯৬

মুসাফির: ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় প্রকৃত মুমিনের অবস্থান ১০৪

ট্র্যাভেল ইন দ্য হলি কুর'আন - পবিত্র কুর'আনে ভ্রমণ

প্রারম্ভিক

পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত ভ্রমণের কথা মনে হলে বিশ্বাসী মাত্রই আল্লাহ্‌র প্রিয়তম হাবীব-খালিল-বন্ধু; আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ এর মক্কা থেকে বাইতুল আকসা হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের মুবারাক উদ্দেশ্যে সাত আসমানের উপরে অলৌকিক ভ্রমণের ঘটনা সর্বাগ্রে স্মরণে আসে। হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণীয় সুন্দর শব্দ চয়নে আল্লাহ্‌ বলেছেন:

> **পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (কুর'আন: সূরা বনী ইসরায়েল, ১৭:০১)।**[1]

1. বাংলা অনুবাদ প্রধানত https://www.hadithbd.com/ থেকে গ্রহীত।

(রসূলের অন্তর) মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি। নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। (কুর'আন: সূরা আন-নাজম, ৫৩:১১-১৮)।

অনেক বছর আগে ২০০১ সালে স্টাফ কলেজে অধ্যয়নকালে ভারতীয় কোন একটা ম্যাগাজিনের ভ্রমণ পৃষ্ঠার একটা উদ্ধৃতি আমার নজর কেড়েছিল। আমি তা স্টাফ কলেজ ম্যাগাজিন 'টর্চ' এ ছাপা হওয়া, "ইউ এ ই-এন ওয়েসিস অব আরাবিয়া" - "সংযুক্ত আরব-আমিরাত: একটি আরব মরূদ্যান" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম। উদ্ধৃতিটা ছিল:

"ফার আওয়ে ইস ফার আওয়ে ইফ ইউ ডোন্ট গো দেয়ার" – কোন (দর্শনীয়) স্থানে আপনি ভ্রমন না করলে সে স্থান অনেক দূরে (মনে হবে)!

পবিত্র কুর'আনে আমাদেরকে পৃথিবীতে ভ্রমণের তাগিদ করা হয়েছে। কে করেছেন এই তাগিদ? জিন-ইনসান, আপনার-আমার, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, কাফির-মুশরিক, জড়-জীব, সমুদয় সৃষ্টির এক-একক-অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা মহিমান্বিত আল্লাহ্ রাব্বাল 'আলামিন ভ্রমণের জন্য তার বান্দাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছেন। কেন এই হিতোপদেশ? পবিত্র কুরআন হল "Book of Signs"! স্বর্গীয় আয়াতের বই! ঐশী নিদর্শনের গাইড! তাই, অনেকে ভ্রমণকে প্রজ্ঞা অর্জনে, আত্মার পরিপূর্ণতা-পরিশীলতা – বিশুদ্ধতার নিরিখে অন্য মাপের হাজ্জের সাথেও তুলনা করেন। যেমন ভ্রমণের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিয়ামতরাজি, মাহাত্ম্য, বড়ত্ব, একত্ব, সৃষ্টির কৌশল, সৃষ্টির কারণ, জীবন-মৃত্যু, দুনিয়া-আখিরাত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আপাত কঠিন বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করা যায়। অবিশ্বাসীরা ঈমানের আলোর সন্ধান পায়। স্বল্প বিশ্বাসীদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে। লক্ষ্য করি নীচের আয়াত সমুহ:

নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে। (কুর'আন: সূরা ইউনুস, ১০:০৬)।

আল্লাহ্ দিন সৃষ্টি করেছেন আমাদের রিযিক-রুজি সন্ধানের জন্য যাতে আমরা বিভিন্ন কাজ কর্ম করতে পারি। কাজ কতক্ষণ করা যায়? বিশ্রামের প্রয়োজন আছে! তাই আল্লাহ্ আমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন। একটু ভাবুন! আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে প্রলম্বিত করতেন তিনি ছাড়া আর কে আছে যে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? অপরদিকে যদি কিয়ামত পর্যন্ত রাতের অন্ধকার শেষ না হতো তবে আমরা কি করতে পারতাম? বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে, মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন:

বলুন (হে মুহাম্মাদ ﷺ)! ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (কুর'আন: সূরা কাসাস, ২৮:০৬)।

বলুন (হে মুহাম্মাদ ﷺ)! ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না?(কুর'আন: সূরা কাসাস, ২৮:৭২)।

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহই মুমিনের সর্বোত্তম অভিভাবক। আল্লাহ'র এই অভিভাবকত্বের ব্যাপারে মুমিন কোনো সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করে না। কেননা এটা বিশ্বাসের অংশ। আল্লাহর অভিভাবকত্বের ব্যাপারে যার বিশ্বাস যত দৃঢ় সে আল্লাহর তত বেশি অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলে দিয়েছেন উনি ছাড়া আমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই!

যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। (কুর'আন: সূরা আল বাক্বারাহ, ০২: ২৫৭)।

তুমি কি জান না যে, আল্লাহর জন্যই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (কুর'আন: সূরা আল বাক্বারাহ, ০২: ১০৭)।

নতুন দিগন্তের অন্বেষণে ভ্রমণ

আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌কে তাদের প্রভু হিসেবে তাঁর দেয়া স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী চিনুক মহান পবিত্র সত্তা আল্লাহ্‌ তা খুব পছন্দ করেন। তিনি চান, তাঁর বান্দারা কোন না কোন উপায়ে তাঁকে জানুক। আর তাই তাঁর বান্দাদেরকে ভ্রমণের জন্য উৎসাহিত করেছেন। জোর দেওয়া হয়েছে নতুন এলাকা এবং অঞ্চল, নতুন সম্ভাবনা, সম্ভাব্য বসতি স্থাপন, সংস্থান এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির ঐশ্বর্য অনুসন্ধান এবং অন্বেষণ করায়:

তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (কুর'আন: সূরা জাসিয়া, ৪৫:১২)।

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। (কুর'আন: সূরা নাহল, ১৬:১৪)।

দু'টি সমুদ্র সমান হয় না-একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (কুর'আন: সূরা ফাতির, ৩৫:১২)।

ব্যবসায়িক ভ্রমণ

এই মাত্র সেদিন, বিংশ শতাব্দির প্রায় শেষ প্রান্তে এসে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বস্তুবাদী দুনিয়ার বিশ্ব মোড়লগণ গোটা পৃথিবীকে ব্যবসায়ী লাভের মোহে গ্লোবাল ভিলেজ ঘোষণা করলেও পবিত্র কুর'আন হালাল রোজগার অন্বেষণে বাণিজ্য ও বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণকে উৎসাহ দেয় সেই আদিকাল থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্য - যা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় এবং রফতানি-আমদানির মাধ্যমে পারস্পরিক লাভ এবং

উপকারের জন্ম দেয়, পসার ঘটায় পরস্পরের পরিচিতি, সৌহার্দ্য - সম্প্রীতির বন্ধন লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই, পবিত্র কুর'আন ব্যবসায়িক ভ্রমণকে ঐশী আশীর্বাদ পাওয়ার এক দুর্দান্ত উপায় হিসাবে চিত্রিত করেছে:

তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষন করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।(কুর'আন: সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১২)।

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে জাহাজসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে... নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।(কুর'আন: সূরা আল বাক্বারাহ, ২:১৬৪)।

অতঃপর সালাত (নামায) সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।(কুর'আন: সূরা জুমু'আ, ৬২:১০)।

বিনোদনের জন্য ভ্রমণ

ইসলাম কখনোই সন্ন্যাসবাদ সমর্থন করেনা। ইসলাম মানুষের আনন্দ বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেনা। সুমহান মর্যাদার অধিকারী মা'বুদ আল্লাহ্ মানুষকে যে ফিত্রাতের উপর সৃষ্টি করেছেন সেটা সঠিক মাত্রায় উপভোগে ইসলাম বাঁধাতো দেয়ই না বরং অনুমোদন দেয়। সেই হিসেবে পবিত্র কুর'আন মানুষের বিনোদনমূলক পর্যটনে এমনকি সাধারণ আনন্দের জন্যও ভ্রমণকে উৎসাহ দেয়:

তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা জাহাজসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, জাহাজগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ

বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (কুর'আন: সূরা ইউনুস, ১০:২২)।

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সুমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (কুর'আন: সূরা আল মায়েদাহ, ৫:৯৬)।

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (কুর'আন: সূরা রুম, ৩০:৪৬)।

নতুন দেশ দর্শন থেকে (শিক্ষা গ্রহনে)ভ্রমণ

কুর'আন এমন ভ্রমণকেও উৎসাহিত করে যার মাধ্যমে আর রাহমানের বান্দারা নতুন দেশ, বিচিত্র এলাকা, বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখার মাধ্যমে তাঁর রাহমাহ ও বারাকা প্রাপ্তদের নিদর্শন দেখে শোকর গুজারে উৎসাহিত হয় এবং তাঁর শাস্তি ও আযাব লাভকারীদের পরিনাম থেকে শিক্ষা লাভ করে:

তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। (কুর'আন: সূরা হাজ্জ, ২২:৪৬)।

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (কুর'আন: সূরা লুকমান, ৩১:৩১)।